নারীমুক্তির লড়াইকে রাজনৈতিক-আদর্শিক লড়াই হিসেবে সংগঠিত করতে হবে

১৯১৭ সালের ৭ নভেম্বর মানব জাতির ইতিহাসে এ যাবৎকালের শ্রেষ্ঠ রাজনৈতিক ঘটনা হিসেবে রুশ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন হয়েছিল। এই বিপ্লব পৃথিবীর বুকে সূচনা করেছিল সমাজ বিকাশের এক নতুন পর্যায়। মহামতি কমরেড লেনিনের নেতৃত্বে সংঘটিত এ বিপ্লবের রাজনৈতিক দার্শনিক ভিত্তি ছিল মার্কসবাদ। এ বছর দুনিয়াব্যাপী কমিউনিস্ট, সমাজতন্ত্রী দল, কৃষক-শ্রমিক, মেহনতি মানুষের সংগঠন, প্রগতিশীল রাজনৈতিক দলসমূহ, নারীমুক্তি আন্দোলনের শক্তিগুলো মহান অক্টোবর বিপ্লবের শততম বার্ষিকী পালন করছে।

বাংলাদেশেও নারীমুক্তির প্রশ্নে প্রগতিশীল নারীসংগঠনসমূহ নানা কর্মসূচি পালন করেছে। তারই অংশ হিসেবে ১৩ অক্টোবর '১৭ ঢাকায় জাতীয় প্রেসক্লাব চত্বরে উদ্বোধনী সমাবেশ ও র‍্যালি অনুষ্ঠিত হয়। উদ্বোধন করেন ইমিরেটাস অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী। সভাপতিত্ব করেন প্রগতিশীল নারী সংগঠনসমূহের সমন্বয়কারী লক্ষ্মী চক্রবর্তী। সমাবেশ শেষে র‍্যালি জাতীয় প্রেসক্লাব থেকে পল্টনে শেষ হয়।

র‍্যালি শেষে 'অক্টোবর বিপ্লব ও নারীমুক্তি আন্দোলন : প্রাসঙ্গিকতা ও তাৎপর্য' শীর্ষক সেমিনার মুক্তি ভবনের অনুষ্ঠিত হয়। লক্ষ্মী চক্রবর্তীর সভাপতিত্বে সেমিনারে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন শ্রমজীবী নারীমৈত্রীর আহবায়ক বহ্নিশিখা জামালী। সেমিনার পরিচালনা করেন সমাজতান্ত্রিক মহিলা ফোরামের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক শম্পা বসু।

সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, আরও বক্তব্য রাখেন সিপিবি কেন্দ্রীয় নারী সেলের সদস্য লুনা নূর, বাংলাদেশ নারী মুক্তি কেন্দ্রের কেন্দ্রীয় সভাপতি সীমা দত্ত, নারী সংহতির কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অপরাজিতা চন্দ, বিপ্লবী নারী ফোরামের কেন্দ্রীয় যুগ্ম আহবায়ক আনিকা তাসনীম মিতু, হিল উইমেন্স ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি নিরূপা চাকমা।

অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী বলেন, যে সমাজে বাস করছি সেখানে নারী ধর্ষণের শিকার হচ্ছে, শিশুরা ধর্ষণ-নির্যাতনের শিকার হচ্ছে। সমাজতান্ত্রিক রাশিয়ায় নারী ও শিশু ধর্ষণ-নির্যাতন ছিল না। পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থা পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থা। ফলে এখানে যে নারী সর্বোচ্চ পদ লাভ করে সে পিতৃতন্ত্রের শিকার হয়। সমাজতন্ত্র এই পিতৃতন্ত্রের অবসান ঘটিয়েছিল। আমরা মুক্তিযুদ্ধ করেছি শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য। আমাদের সে স্বপ্ন বাস্তবায়িত হয়নি। শোষণ বন্ধ হয়নি। অক্টোবর বিপ্লবের শতবর্ষে আমরা শোষণমুক্তির সংগ্রাম অব্যাহত রাখব, শোষণ মুক্তির লড়াই চলবে।

পুঁজিবাদ কৌশলে কাজ করে। সেখান থেকে তারা কল্যাণমূলক রাষ্ট্রের ধারণা নিয়ে এসেছে। পুঁজিবাদী দেশগুলো বিভিন্ন দেশ শোষণ করে সম্পদের পাহাড় গড়েছে। সেই সম্পদ থেকে কিছু উচ্ছিষ্ট শ্রমিকদের দেয়, কিছু সুবিধা দেয়। এই হলো কল্যাণমূলক রাষ্ট্র।

ছলে-বলে-কৌশলে পুঁজিবাদ তার শাসনকে টিকে রাখছে। মায়ানমারের শাসক অং সান সুচি নিকৃষ্টতম শাসক হিসেবে মায়ানমারের সেনাবাহিনীকে মদদ দিচ্ছে। সেখানে রোহিঙ্গা নারীরা গণধর্ষণের শিকার হচ্ছে। এই গণধর্ষণের ঘটনা ঘটছে তার নেতৃত্বে। বাংলাদেশে আমরা মুক্তিযুদ্ধ করেছি। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে পাকবাহিনী নারী ধর্ষণ করেছে। দুই লক্ষ নারী ধর্ষণের শিকার হয়েছে। স্বাধীন বাংলাদেশেও আজ নারী ধর্ষণ-গণধর্ষণের শিকার হচ্ছে। বাংলাদেশের নারীরা নির্মম-নৃশংস নির্যাতনের শিকার হচ্ছে। সুরাইয়া জাহান রূপা কীভাবে নৃশংস নির্যাতন-ধর্ষণের শিকার হলো। জীবনযুদ্ধ করে সেই রূপা নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। তাকে কেউ সহযোগিতা করেনি। হেলপার-ড্রাইভার-সুপারভাইজার সকলে তার বিরুদ্ধে ধর্ষণকারীদের সাহায্য করেছে। জাহাঙ্গীরনগরে শত ধর্ষণের কথা আমরা জানি। এভাবে সারাদেশে ধর্ষণ-নির্যাতন-নিপীড়ন চলছে। নারীদেরকে নির্যাতন-নিপীড়নের বিরুদ্ধে লড়তে হবে। বাংলাদেশে বাল্যবিবাহ হচ্ছে। আইনে তাকে বৈধতা দেয়া হয়েছে। দায়মুক্ত হওয়ার জন্য বাবা-মা এই বাল্যবিবাহকে মেনে নিচ্ছে। বাবার সামনে কন্যা খুন হচ্ছে। কিশোরীরা আত্মহত্যা করছে। এই হলো আমাদের দেশের নারীদের পরিস্থিতি। বিউটি কনটেস্ট হচ্ছে-এটি হলো ভোগবাদ। পুঁজিবাদ এই ভোগবাদকে উস্কে দিচ্ছে। নারীকে কত সুন্দরভাবে পুরুষের সামনে উপস্থাপন করা যায় তার জন্য এই প্রতিযোগিতা। আমরা মুক্তিযুদ্ধ করেছি। মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে জাতীয়তাবাদীরা ক্ষমতায় এসেছে। তারা ক্ষমতাশীল হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে আমরা যে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করলাম সে রাষ্ট্রের চরিত্র বদলায়নি। বড় রাষ্ট্র ভেঙে ছোট রাষ্ট্র হয়েছে। ভারত ভেঙে পাকিস্তান হয়েছে, পাকিস্তান ভেঙে বাংলাদেশ হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধে ২ লক্ষ নারী ধর্ষণের শিকার হয়েছে। পরবর্তীতে রাষ্ট্র তাদের বীরাঙ্গনা উপাধি দিয়েছে। সেই উপাধি তাদের জন্য অসম্মানের প্রতীক হয়েছে। এ ছিল ভুল দৃষ্টিভঙ্গি। এই বীরাঙ্গনা উপাধি প্রমাণ করে তাদের প্রতি রাষ্ট্রের দৃষ্টিভঙ্গি।

অক্টোবর বিপ্লব সম্পন্ন হয়েছিল শ্রেণি ভাঙার জন্য। রাষ্ট্র বিপ্লব হলেই বিপ্লবের কাজ সম্পন্ন হয়ে যায় না। তাকে ধরে রাখতে হবে। রাষ্ট্র ক্ষমতা যেন পুঁজিবাদীদের হাতে চলে না যায় তার জন্য সংগ্রাম জারি রাখতে হবে।